সম্পাদক পরিচিতি

মোঃ এখলাছুর রহমান (জয়)

২০০০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি, মৌলভীবাজার জেলার বাহাদুরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিতার কুঁড়েঘর সাহিত্য পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং বিশিষ্ট গুনী কবিদের সাথে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করছেন। কলেজ জীবন থেকে লেখালেখিতে তিনি বেশ আগ্রহী হয়ে পড়েন। অবসর সময়ে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ লেখালেখির মাধ্যমে কবি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী থেকে কবির সম্পাদিত প্রথম যৌথ কাব্যগ্রন্থ শুভ্রতার ছোঁয়া। কাশফুলের ছোঁয়া তাঁর ৫ম সম্পাদিত গ্রন্থ। তাঁর অংশগ্রহণকৃত যৌথ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- অভাব নামের দুটি পাখি, ফুল পাখিদের কথা, সাহিত্যের জাগরণ, নারীত্বের বেদনা, জুলাই এক বিদ্রোহ ইত্যাদি। তাছাড়া যে কোন প্রতিবাদ মূলক বা বিদ্রোহী কবিতা তিনি অনায়াসে লিখে যান। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও জাতীয় পত্রিকায় অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। কবির লেখার মাধ্যম হলো দেশ ও সমাজের উপকার করা। দেশের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলাই কবির মূল উদ্দেশ্য। দোয়া করি কবির লেখা যেন শত শত সাহিত্য প্রেমীদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে। আমরা কবির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

কাশফুলের ছোঁয়া

সম্পাদনায়-

মোঃ এখলাছুর রহমান

মাহবুবা মিলি

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

কবিতার কুঁড়েঘর সাহিত্য পরিষদ

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

ISBN: 978-984-29094-4-3

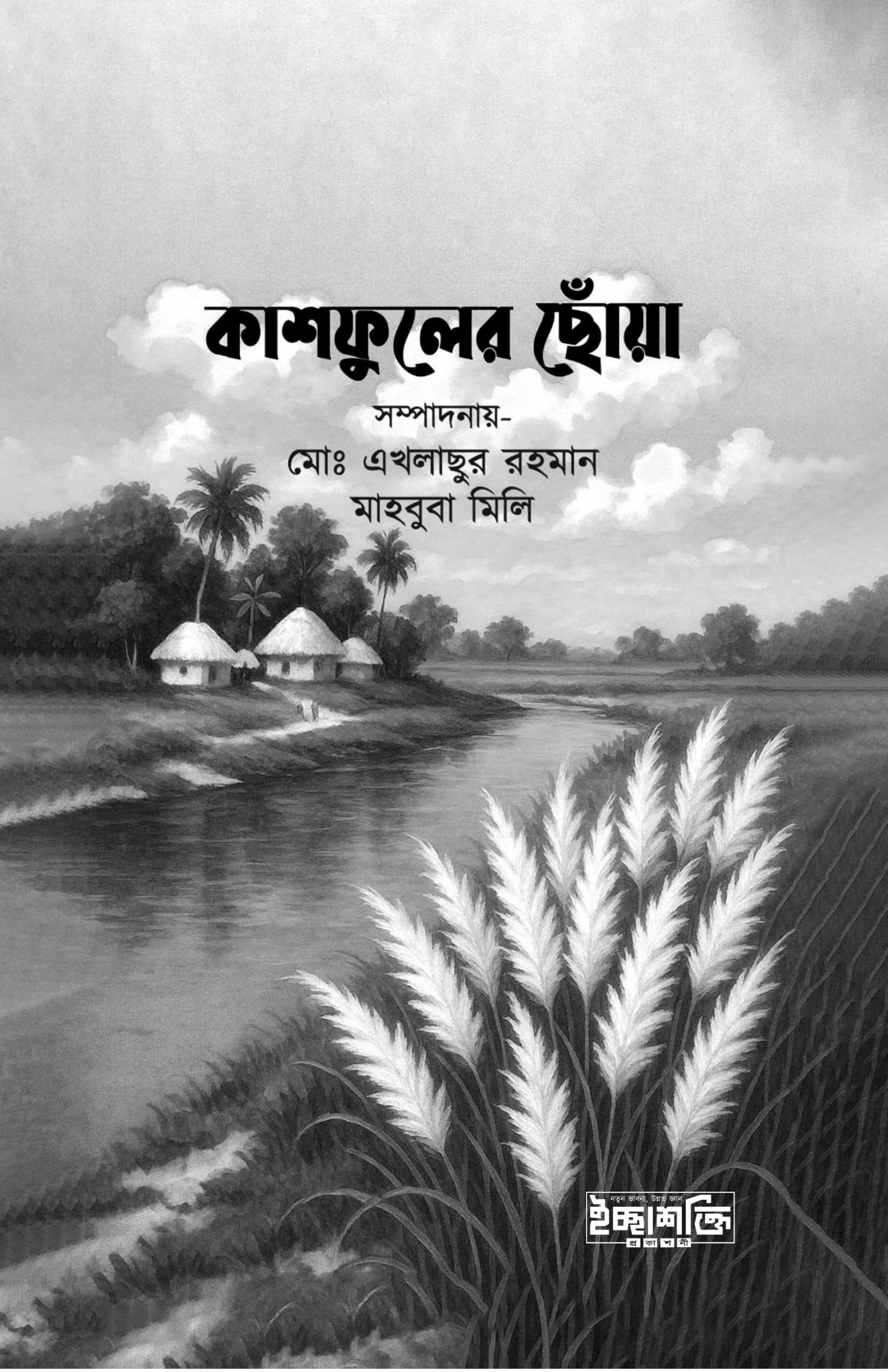

কাশফুলের ছোঁয়া

সম্পাদনায়-

মোঃ এখলাছুর রহমান
মাহবুবা মিলি

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উৎসর্গ

বাংলার অদম্য প্রকৃতির প্রতি—
নদী, মাঠ, কাশফুল আর বৃষ্টির গানকে।

ভূ|মি|কা

মানুষের অনুভূতি, স্বপ্ন আর বেদনার স্নিগ্ধ প্রকাশের মাধ্যম হলো কবিতা। কবিতা যেমন একেকটি হৃদয়ের নিঃশ্বাস, তেমনি সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবিও বটে। যুগে যুগে কবিতাই হয়ে উঠেছে মানুষের অন্তর্গত বেদনাবিধুর কণ্ঠস্বর এবং ভালোবাসা, প্রেরণা ও আশার শক্তিশালী বাহন। সেই কবিতারই বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে প্রকাশিত হলো যৌথ কাব্যগ্রন্থ "কাশফুলের ছোঁয়া"।

কাশফুল প্রকৃতির কোমল অথচ দৃঢ় প্রতীক- শরতের নীল আকাশে তার সাদা রঙ যেমন নির্মল সৌন্দর্যের বার্তা বহন করে, তেমনি মানুষের হৃদয়ের পবিত্র আবেগও প্রকাশ করে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতা যেন সেই কাশফুলের কোমল পরশ; যেখানে মিশে আছে জীবনের টানাপোড়ন, স্মৃতি ও বিস্মৃতির গল্প, ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের সুর, স্বপ্ন ও সংগ্রামের অমলিন রূপ।

"কাশফুলের ছোঁয়া" -তে স্থান পেয়েছেন একঝাক নবীন ও প্রবীণ কবির কবিতা। তাদের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা, ভাষা ও কাব্যিক ভঙ্গি একত্রিত হয়ে এই গ্রন্থকে দিয়েছে বৈচিত্র্যময় রূপ। কোনো কবিতায় আছে নিসর্গের শান্ত সৌন্দর্য, কোনো কবিতায় আছে সমাজের ব্যথিত চিত্র, আবার কোনো কোনো কবিতায় উচ্ছ্বাসিত ভালোবাসার স্নিগ্ধ জোয়ার। এই বৈচিত্র্যই পাঠককে দেবে এক নতুন অনুভবের জগৎ, যেখানে প্রতিটি কবিতা যেন আলাদা আলাদা কাশফুলের মতো একত্রে মিলেমিশে তৈরি করেছে সৃজনশীলতার বিশাল প্রান্তর।

বিশ্বাস করি, এই যৌথ কাব্যগ্রন্থ পাঠকের মনে অনুরণিত করবে গভীর আবেগের তরঙ্গ। কবিতাপ্রেমী পাঠক "কাশফুলের ছোঁয়া" থেকে পাবেন জীবনের নানা রঙের ছোঁয়া এবং সাহিত্যিক তৃপ্তির অমলিন স্বাদ।

কাশফুলের ছোঁয়া

সূচিপত্র

নাম	পৃষ্ঠা
মোঃ এখলাছুর রহমান	৮ – ৯
মাহবুবা মিলি	১০ – ২১
ফারজানা অধরা	১২ – ২৫
তবাস্মী তানজুম ঐন্দ্রি	২৬ – ২৮
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	২৯ – ৩১
মো. আকবর হোসেন	৩২ – ৪০
মোঃ আবু সাইদ খান	৪১ – ৪৪
জাকিয়া খাতুন	৪৫ – ৫০
প্রান্তিক ধর পার্থ	৫১ – ৫২
এইচ.এম.জুনাইদুল ইসলাম	৫৩ – ৫৭
শরীফুল ইসলাম তাওহীদ	৫৮ – ৬১
আব্দুল মালিক জহির	৬২ – ৬৪
আছিয়া খানম	৬৫ – ৬৬
মুমতাহিনা	৬৭ – ৬৯
মারিয়া তিথি	৭০ – ৭২
তসলিমা আকতার	৭৩
মোছাঃ হালিমা আকতার	৭৪
বাসুদেব বসু	৭৫ – ৭৬
মোঃ রাশেদ পারভেজ চৌধুরী	৭৭ – ৮০

শরৎ এলো
মোঃ এখলাছুর রহমান

নীল আকাশে মেঘের ভেলা
করছে কতো খেলা,
বর্ষা শেষে শরৎ এলো
আনন্দে যায় বেলা।

শরৎকালে চারিদিকে
কী অপরূপ লাগে?
নদীর পাড়ে কাশফুল দেখে
মন আনন্দে জাগে।

বিলে ঝিলে শাপলা শালিক
নানান ফুল যে ফুটে,
আকাশেতে বকেরা সব
সারিসারি ছুটে।

ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে
সাঁজে নানান বেশে,
ফুলে ফলে সুঘ্রাণ ছড়ায়
আমার সোনার দেশে।

চিরকাল পাশে থেকো
মাহবুবা মিলি

আমার জীবন জুড়ে কেবলই
তুমি আছো শুধু মিশে,
তাইতো আমি তোমাকেই খুঁজি
আমার সুখে দুঃখে।

আমার মনটা বোঝার মতো
তুমি ছাড়া কেউ নাই,
তাইতো আমি ব্যকুল থাকি
তোমার অপেক্ষায়।

তোমার চোখেই ভালোবাসা দেখি
তোমার চোখেই মায়া,
তুমিই আমার তপ্ত দুপুরে
এক টুকরো ছায়া।

জীবন আমার চলছে যেমন
কোনো আফসোস নাই,
তোমায় আমি পাশে পেয়েছি
শুকরিয়া করি তাই।

তোমাকে ছাড়া ভাবতে পারিনা
আর যেন কোনো কিছু,
তুমি আমার সবচেয়ে আপন
চিরকাল পাশে থেকো।

তুমিহীন আমি
তবাস্মী তানজুম ঐন্দ্রি

জানি ফেরার জন্য যাওনি তুমি
ভেবেছো আমায় অতি নগন্য।
তবু অপেক্ষায় কাটে সময়
তোমার জন্য নয়, আমার জন্য।

আজ তোমার সবাই আছে।
শুধু আমি নেই পাশে।
আমি আগের মতই একা আছি
আমার আমিকে ভালোবেসে।

আমায় ছাড়া হাসতে শিখেছো
কাটাচ্ছ দিন সুখে।
তোমার কথা ভাবতে গেলেই
ঝাপসা দেখি দু-চোখে,

আজ তোমায় নিয়ে ভাবার মত
আমার নেই অবসর।
তোমার মতো গড়েছি নিজেকে।
কঠিন স্বার্থপর।

সুযোগ পেলেই মনটা আমায়
কেবল একটা ভাবনা ভাবায়!
তোমার মতো পৃথিবী আমায়
কেন দেয়না বিদায় ??

নীরব ভালোবাসা

মো. আকবর হোসেন

নিঃশব্দ রাতে চাঁদের আলো ছায়া,
মনে বাজে তোমার স্মৃতির মায়া।

তারারা বলে কেমন করে কথা,
তুমি নেই পাশে, কষ্ট ভরা দুঃখ খতা।

বাতাসে ভেসে আসে মিষ্টি গন্ধ,
হৃদয়ে বাজে প্রেমের গভীর বন্ধ।

যে পথে হাঁটেছিলে একসাথে,
আজ সেই পথ হাঁটি ছায়ার সাথে।

বৃষ্টির ফোঁটায় মিশে স্মৃতির ব্যথা,
তোমার ছোঁয়া নেই, শূন্য চোখের পথে।

দিন গড়িয়ে যায়, ঋতু আসে যায়,
তবু মন তোমায় চায় অজানায়।

সময় বলে, ভালোবাসা থামে না,
তুমি থাকো হৃদয়ে চিরকাল তা।

শেষ প্রহরে ডাকি তোমার নাম,
শুনো আমার প্রাণের নীরব কাতর স্বর।

ফিরে এসো প্রিয়, বেঁধে দাও বাঁধন,
তোমার ভালোবাসায় ভরে উঠুক প্রাণ।

মরতে হবে
জাকিয়া খাতুন

মন্দ কথার জবাব দেবে
মিষ্টি ভাষা দিয়ে,
ভাষা তোমায় নিয়ে যাবে
জান্নাতেরই দিকে।

জান্নাতের ওই সুবাতাস
বইবে আমার দেশে,
এ কে যখন অন্যজনকে
ডাকবে ভালোবেসে।

মানুষ হলেই ভুল হবে
কর্ম করতে গেলে,
তারই কেবল ভুল হয়না
ইবলিশ / ফেরেস্তা বনে গেলে।

যত্র তত্র মৃত্যু দেখ
চক্ষু খোল না,
সার্থ লাভে সত্য লুকাও
তুমি কি মরবে না?

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়-

কবিতার কুঁড়েঘর সাহিত্য পরিষদ

কাশফুলের দোলা হাওয়ায়,
শরতের গান বয়ে যায়।
সাদা তুলোর মেলা মাঠে,
স্বপ্ন যেন ভাসতে চায়।...

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

Website: www.ichchashakti.com